আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

১৮ নভেম্বর ২০০৪

ক্ষুদ্র অর্থায়ন বহু দেশে দারিদ্র ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে এর যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। এ ঋণ একটু উন্নত জীবনের জন্য দরিদ্র মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে।

ক্ষুদ্র ঋণ, জমা হিসাব, বাড়িতে টাকা পাঠানোর সাশ্রয়ী ব্যবস্থা একটি গরিব বা নিম্ন আয়ের পরিবারে বড় ধরনের পরিবর্তন এনে দিতে পারে। ক্ষুদ্র অর্থায়নের সুযোগ থাকলে তারা আরো একটু বেশী আয় করতে পারে, সম্পত্তি গড়তে পারে এবং অপ্রত্যাশিত বিপদাপদে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। তারা দিন এনে দিন খাওয়ার ব্যবস্থা থেকে ভবিষ্যতের পরিকল্পণা করতে পারে। তারা এ টাকা পুষ্টি, গৃহায়ণ, স্বাস্থ্য ও ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে পারে। অল্প কথায়, তারা দুষ্ট দারিদ্র্য চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ণ লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আমাদেরকে ঠিক এ ধরনের অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।

একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার - ক্ষুদ্র অর্থায়ণ কোন বদান্যতা নয়। এটা হলো ক্ষুদ্র আয়ের পরিবারগুলোকে সেসব অধিকার ও সেবার সুযোগ প্রদান করা, যেগুলো ইতোমধ্যে অন্য সবাই ভোগ করছে। এটা হলো একটা স্বীকৃতি যে, গরিব মানুষগুলো সমস্যা নয়, সমাধাণ। এটা হলো তাদের চিন্তা, শক্তি ও স্বপ্ন বাস্তবে রুপ দানের উপায়। এটা হলো উৎপাদণশীল উদ্যোগের প্রসারের মাধ্যমে সমাজের সমৃদ্ধি ঘটানো।

ব্যবসার উন্নয়ণ না হলে দেশে সমৃদ্ধি আসে না। আসুন, আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষকে লক্ষ লক্ষ পরিবারের সমৃদ্ধির সোপান হিসেবে ব্যবহার করি।

* *** *